সমকাল

তারিখ ... 20 AUG 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

সমকাল

স্কুলমাঠে পানি। এর মাঝে খেলায় মেতে উঠেছে শিশু শিক্ষার্থীরা

শ্রেণিকক্ষে পানি পাঠদান ব্যাহত

বেলাবর আবদুল্লানগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

■ বেলাব (নরসিংদী) প্রতিনিধি

সামান্য বৃষ্টি হলেই বেলাব উপজেলার আবদুল্লানগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ও শ্রেণিকক্ষ পানিতে তলিয়ে যায়। দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা এ সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোনো উদ্যোগ না থাকায় হাঁটুপানি পেরিয়েই বিদ্যালয়ে ক্লাস করে শিক্ষক ও শিশু শিক্ষার্থীরা। এ ছাড়া নানা সমস্যায় জর্জরিত হওয়ার কারণে বিদ্যালয়টির শিক্ষা কার্যক্রম চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে।

সরেজমিনে ওই বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, পাহাড়ি এলাকায় বিদ্যালয়টি স্থাপিত হলেও বিদ্যালয় মাঠ ও শ্রেণিকক্ষ নিচু হওয়ায় বৃষ্টির পানি জমে থাকে। ফলে পানি পেরিয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে এসে পানির ওপর বসে ক্লাস করে। অন্যদিকে জরাজীর্ণ টিনের ভবনটির অবস্থাও নাজুক। নেই শিক্ষকদের বসার জন্য আলাদা কোনো কক্ষ। শ্রেণিকক্ষের একপাশে শিক্ষকরা ক্লাস নেন, অন্যপাশে বসে অতিকষ্টে অফিসের কাজ করেন শিক্ষকরা। নেই শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের বসার মতো প্রয়োজনীয় আসবাব। সীমানাপ্রাচীর থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, টিউবওয়েলসহ বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা নেই এ বিদ্যালয়ে। নানামুখী সমস্যার কারণে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকরা শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন বলে অভিযোগ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়ে বর্তমানে চারজন শিক্ষক ১৫৭ শিক্ষার্থীকে পাঠ দেন। তৃতীয় ধাপে সদ্য জাতীয়করণ হয়েছে এই বিদ্যালয়। কিছুদিন আগে খসড়া গেজেট বের হলেও চূড়ান্ত গেজেট বের না হওয়ায় শিক্ষকরাও বেতন পাচ্ছেন না।

সহকারী শিক্ষক সাথী আক্তার বলেন, জাতীয়করণ হলেও চূড়ান্ত গেজেট না হওয়ায় আমরা বেতন পাই না। ফলে মানবেতর জীবনযাপন করছি। তা ছাড়া বিদ্যালয়ের বিভিন্ন খরচও আমরা শিক্ষকরা ব্যক্তিগতভাবে বহন করছি। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সুমাইয়া আক্তার বিদ্যালয়ের সমস্যার কথা স্বীকার করে বলেন, সরকারিভাবে আগে আমরা দুবার ৪০ হাজার টাকা করে পেয়েছি। এ টাকা দিয়ে টিনশেড ঘর মেরামতসহ পার্টিশন দিয়েছি। বর্তমানে চূড়ান্ত গেজেট না হওয়ায় আমরা বেতন পাচ্ছি না। তারপরও বিশুদ্ধ পানির জন্য আমরা শিক্ষকরা নিজেরাই টাকা তুলে একটি টিউবওয়েল বসানোর ব্যবস্থা করব।

পরিচালনা কমিটির সভাপতি মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি বিদ্যালয়ে মাটি ভরাট করে স্থায়ী একটি ভবন তৈরি করাসহ বিদ্যালয়ের অন্যান্য সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দেয়, তাহলে এ সমস্যা থাকবে না। এ ছাড়া সরকারের কাছে দাবি, চূড়ান্ত গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে শিক্ষকদের বেতনের যেন ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। বেলাব উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. সামসুল হক বিদ্যালয়টির নানা সমস্যার কথা স্বীকার করে বলেন, চূড়ান্ত গেজেট না হওয়ায় শিক্ষকরা বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না। তবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে বিদ্যালয়ের সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য এক লাখ টাকার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। নতুন একটি ভবন তৈরি করার জন্য প্রস্তাব পাঠানো হবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিস্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর